



গুজরাটের গান্ধীনগরে আইআইটি গান্ধীনগর-এর উদ্বোধন এবং প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ ডিজিটাল সবারক্ষরতা অভিযান প্রকল্পের শুভসূচনার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ

আপনারা সকলেই আইআইটি-য়ান

Posted On: 16 OCT 2017 5:11PM by PIB Kolkata

আমার প্রিয় নবীন বন্ধুগণ,

আপনারা সকলেই আইআইটি-য়ান। কিন্তু আমি এমন একজন মানুষ, যার কপালে ঐ ডবল আইজোটেনি। আপনারা সকলেই আইআইটি-য়ান, আর আমি ছোটবেলা থেকেই শুধু টি-য়েন। টি-ই-এওয়ালা-টিয়েন অর্থাৎ চা-ওয়ালা। আমি ভাবছিলাম যে, কলেজের ছেলেমেইয়েরা অত্যন্ত মেধাবীহন আর তাঁরা সব কাজ দ্রুত করেন। আজ ০৭ অক্টোবর, ২০০১ সালের ২৬ জানুয়ারি গুজরাটে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়েছিল, তারপর আমার জীবনে এমন সময় এসেছিল যে, আমি কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ২০০১ সালের ০৭ অক্টোবর এই গান্ধীনগরেই আমাকে মুখ্যমন্ত্রী পদের শপথনিয়ে দায়িত্ব পালন শুরু করতে হয়। এর আগে কখনও বিধানসভা চোখে দেখিনি, শাসন ব্যবস্থাও জানতাম না। কিন্তু একটি নতুন দায়িত্ব আমাকে সমর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে, যথাসাধ্য পরিশ্রম করব। আর তারপর থেকে দেশ আমার কাঁধে নতুন নতুন দায়িত্ব তুলে দিয়েছে। আজ নতুন দায়িত্ব পালনের স্বার্থে আপনাদের মাঝে এসেছি।

আজ এখানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাগত অনেক গ্রামীণ যুবক-যুবতীরা এসেছেন, সঙ্গে বেশ কিছু বয়স্ক মানুষও আছেন। তাঁদেরকে আমি সবর আগে প্রমাণপত্র দিয়েছিলাম। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে, গ্রামে তাঁদেরকে কী দায়িত্ব পালন করতে হয় এবং তাঁদেরকে কী কী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আর সেই প্রশিক্ষণ তাঁদের জীবনে কী কাজে লেগেছে। তাঁরা প্রত্যেকেই আমার প্রতিটি প্রশ্নের প্রত্যাশিত জবাব দিয়েছেন। আমার মনে হয় এটা একটা বিস্ময়। দেশ ও বিশ্ব বিগত ৩০০ বছরে যতটা প্রযুক্তির অগ্রগতি দেখনি, বিগত ৫০ বছরে তার থেকে বেশি অগ্রগতি হয়েছে। প্রযুক্তির বিস্ময় এসেছে। প্রযুক্তি জীবনের অংশ হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির একটি নিজস্ব চালিকাশক্তি রয়েছে। সেজন্য বর্তমান সময়ে কোনও দেশকে অগ্রগতি করতে হলে, দেশের গ্রাম ও শহরে সকল স্তরের আবাল বৃদ্ধবনিতাকে প্রযুক্তির সঙ্গে জড়ুতে হবে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী যেরকম দেশে স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জোর দিচ্ছিলেন! সেই আন্দোলনকেই তিনি স্বাক্ষর আন্দোলনে রূপ দিতে পেরেছিলেন। আমরা দেশে সুশাসন বা সুরাজ আন্দোলনে ডিজিটাল শিক্ষাকে তেমনই জোর দিয়েছি। আর সে জন্যই ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় দেশের প্রতিটি গ্রামের প্রত্যেক বয়সের মানুষকে ডিজিটাল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি। আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতে ৬কোটি পরিবারের ন্যূনতম একজনকে ডিজিটাল শিক্ষা দেওয়ার প্রকল্প উদ্বোধন হচ্ছে। একটি ২০ ঘণ্টার ক্যাপসুল কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তারপর অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রত্যেকেই ডিডিও ক্যামেরার সামনে বসে পরীক্ষা দিতে হবে। সেখানেই তাঁদেরকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। আর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটা কিংবা আপনার বয়স কত – এসব গৌণ ব্যাপার!

একটা সময় ছিল, যখন বিশ্বে কার্ল মার্ক্স-এর দর্শন খুব জনপ্রিয় ছিল। সবাই কথায় কথায় কার্ল মার্ক্স উদ্ধৃত করে ‘শ্রাবস্ অ্যান্ড হাব নটস্’ অর্থাৎ ‘যাঁদের আছে, আর যাঁদের কাছে কিছু নেই’ – এই বিভাজনের ভিত্তিতে তাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক বিচারধারাকে গড়ে তুলে ছিলেন। এই ভাবধারা সমাজের কতটা কাজে লেগেছে, স্টোভিয়ান ব্যক্তিত্বা আলোচনা করবেন। কিন্তু সেই বিচার ধারা কুকড়ে কুকড়ে এখন আর কোথা ও চোখে পড়ে না। কোথাও কোথাও নামমাত্র বোর্ড ঝুলছে। কিন্তু প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে আমাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোনও ডিজিটাল বিভেদ সৃষ্টি না হয়। কেউ কেউ ডিজিটাল প্রযুক্তিতে পারঙ্গম, আর অন্যরা অংশীদার – এমনটা যেন না হয়। তাহলে আগামী দিনে যেরকম যুগ আসছে, এই ডিজিটাল বিভেদ সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বড় সঙ্কটের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আর সেজন্য সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখতে উন্নয়নের মৌলিক প্রয়োজনগুলি সিন্ধ করতে, ডিজিটাল বিভেদ থেকে গ্রামীণ ভারতকে মুক্তি দিতে এই ডিজিটাল শিক্ষা অভিযান চালু করা হচ্ছে। মনে করুন, বাড়িতে নতুন দামী টিভি কিনলেন, রিমোট দিয়ে চালাতে হয়। শুরুতে প্রত্যেকেই মনে হয় এটা আমার কী? কিন্তু দেখবেন, বাড়ির কনিষ্ঠ তম সদস্য দু-তিন বছরের বাচ্চাটি অবলীলায় চ্যানেল বদলে দিচ্ছে। ভিসিআর চালু করে দিচ্ছে। সে যে চালু করা আর বন্ধ করা শিখে নিয়েছে, তা দেখে সকলেই অবাক! তখন বাড়ির বড়রাও ভাবেন যে, আমাদেরও শেখা উচিত। আর এই ভাবনা থেকেই এক সময় তাঁরাও শিখে যান। আপনারা কি হোয়াটস্ অ্যাপ ব্যবহার করেন? তার জন্য কি কোনও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন? হোয়াটস্ অ্যাপ বার্তা পাঠানোর প্রক্রিয়া শেখানোর জন্য ভারতে কি কোনও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে? কিন্তু সাধারণ মানুষ আজকাল অবলীলায় হোয়াটস্ অ্যাপ-এবার্তা পাঠানো শিখে গেছেন। একথা বলার তাৎপর্য হল – আমরা যদি ব্যবহারকারী-বান্ধবপ্রযুক্তি গ্রহণ করি, তা হলে সহজই দেশকে ডিজিটাল ক্ষেত্রে শিক্ষিত করতে পারব। ডিজিটাল শিক্ষা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, ডিজিটাল ইন্ডিয়া একটি সুশাসনের গ্যারান্টি, স্বচ্ছ প্রশাসনের গ্যারান্টি!

ভারত সরকার একটি ‘জেএএম’ ত্রয়ীর মাধ্যমে উন্নয়নের কল্পনা করেছে। জেএএম অর্থাৎ – জে – জন ধন অ্যাকাউন্ট, এ – আধারএবং এম – মোবাইল ফোন – এই তিন পরিষেবা যুক্ত করে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন অনুসারে উন্নয়নের প্রকল্পগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। একটি বড় অভিযান শুরু হয়েছে। অতঃপর ক্ষুদ্রতরগতিতে দেশের লক্ষ লক্ষ গ্রামকে অটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ আজ অনেক দূরদূরান্তে প্রান্তিক এলাকায় আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দরিদ্র শিশুদের উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের জন্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে দূর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে। এই অটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক ভারতের প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছে গেলে শিক্ষার প্রসার ছাড়াও প্রতিটি গ্রামের আরোগ্য ব্যবস্থা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে পরিষেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে। আমরা সেই নকশা নিয়েই এগিয়ে চলেছি। সেই উদ্দেশ্য সাধনের অঙ্গ হিসাবে আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কন্যাশ্রমিক সার্ভিসেসেটর প্রকল্প প্রাপ্ত কর্মীরা এখানে এসেছেন। আগামীদিনে সারা দেশে আরও অনেক মানুষ এরকম প্রশিক্ষণ নেবেন, যাতে তাঁরা দেশের মোট ৬ কোটি দরিদ্র পরিবারের নিদেনপক্ষে একজন সদস্যকে ডিজিটাল শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করতে পারে। এভাবে অনেক নতুন কর্মসংস্থান হবে – যাঁরা প্রশিক্ষণ দেবেন। আর যাঁরা প্রশিক্ষণ নেবেন তাঁদের অনেক কর্মসংস্থানের পথ খুলে যাবে। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি যে, অনেক মানুষ আছেন, যার মোবাইলের নতুন মডেল বাজারে আসতেই সেটা কিনতে চান। টিভিতে কিংবা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলেন অথবা গুগল গুরু কাছ থেকে জানতে পারলেন আর কিনে নিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ৮০ শতাংশই জানেন না, তাঁরা যে নতুন মোবাইল সেটা কিনেছেন, তার মাধ্যমে কী কী পরিষেবা পেতে পারেন! এমনকি তাঁরা ফোনটি ভালোভাবে ব্যবহার করতেও জানেন না। হয়তো এখানে আইআইটি প্রশিক্ষিত কিছু মানুষও রয়েছেন, যাঁরা অত্যাধুনিক মোবাইলের ব্যবহার জানেন না। ডিজিটাল প্রশিক্ষণ আমাদেরকে বায় করা অর্থের সর্বাধিক সম্ভাব্যহারে সাহায্য করবে। এক প্রকার মূল্য সংযোজন করবে। ‘লেস ক্যাশ সোসাইটি’ নির্মাণে এই ডিজিটাল প্রশিক্ষণ অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে।

কেন্দ্রীয় সরকার যে ডীম অ্যাপ চালু করেছে, তা দেখে বিশ্বের অনেক দেশেই অবাক! আমাদের কাছে যে আধার ডিজিটাল বায়োমেট্রিক সিস্টেম-এ ডেটা ব্যাঙ্ক রয়েছে, তা দেখে বিশ্ববাসী আশ্চর্য হয়েছেন। এই বিপুল পরিমাণ তথ্যকে আমরা দেশের উন্নয়ন ও মানুষের ক্ষমতায়নে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারছি। আর ভবিষ্যতেও এই তথ্য ভাণ্ডার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। আজ আমার সৌভাগ্য যে, এখানে আইআইটি’র একটি নতুন ক্যাম্পাস উদ্বোধনের সুযোগ পেয়েছি। নির্বাচনের আগে আমরা যদি এই জমি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতাম, তা হলে অনেক সমালোচনার মুখে পড়তে হ’ত। গান্ধীনগরে বৃকে সাবরমতী নদীর তীরে প্রায় ৪০০ একর জমিতে এই শিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধনের জন্য আমাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হ’ত। যেমন – আজকাল বুলেট ট্রেনের জন্য সমালোচনা হচ্ছে। নির্বাচনের সময় হলে তাঁরা বলতেন, গুজরাটের গ্রামগুলিতে প্রাথমিক স্বল্পবাড়িগুলি এত সাধারণ আর তিনি আইআইটি নির্মাণে অর্থ বিনিয়োগ করছেন। কিন্তু আমরা যখন এই জমি আইআইটি’র জন্য বরাদ্দকরেছি, তখন নির্বাচনের ঋতু ছিল না। আপনারা হয়তো আজ অনুভব করছেন যে, সেই সিদ্ধান্তকৃত দূর্বৃত্তিসম্পন্ন ছিল, সেদিনই আমি মাননীয় সুধীর জৈন এবং আমাদের বিভাগের সকলকে বলেছিলাম, আপনারদের হয়তো মনে আছে আমি বলেছিলাম যে, আইআইটি একটি ব্র্যান্ড। ভারতে ইতিমধ্যেই আইআইটি একটি ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে। কিন্তু আইআইটি-গুলির মধ্যে কোন ক্যাম্পাস কত ভালো, আগামীদিনে তার বিচার-বিশ্লেষণ করে ক্যাম্পাস ব্র্যান্ড গড়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সেজন্য আমি বলেছিলাম যে, গুজরাটে এমন ক্যাম্পাস চাই যে, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আইআইটি ক্যাম্পাসগুলির মধ্যেও সেরা বিবেচিত হবে। আজ আমি অত্যন্ত খুশি যে, এখানে ভারতের শ্রেষ্ঠ আইআইটি-গুলির সমকক্ষ ক্যাম্পাস গড়ে উঠেছে। ক্যাম্পাসগুলির একটি নিজস্ব শক্তি রয়েছে। তারপরই বলা উচিত, শিক্ষকদের গুণবতর কথা। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বলছি যে, আজ উদ্বোধন করা গান্ধীনগর আইআইটি ক্যাম্পাসে ৭৫ শতাংশ শিক্ষক বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। অনেক বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, তাঁরা তাঁদের সময় ও শক্তি এই আইআইটি’র ছাত্রদের জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের এই মহান সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু ভারত সরকার দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। আমি চাই যে, আইআইটি গান্ধীনগর এই চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে প্রতিযোগিতার মনোভাব ন্যমুক। কী হল আইআইটি-য়ান বন্ধুরা? শুধু ওদিক থেকে আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি! এই প্রথম ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে এরকম সংস্কার হয়েছে। অনেক বছর ধরেই এর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কেউ সাহস করে কাজে হাত দেন নি।

আজ স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও বিশ্বের ৫০০টি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। এই কলঙ্কমোচন করতে হবে কি হবে না? আপনারা কি আগামী ২০২২ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তি পালন করবে, ততদিনে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবেন? প্রমাণ করতে পারবেন যে আমরাও কারও থেকে কম নেই? করতে পারবেন কি পারবেন না? ভারত সরকার এই প্রথমবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নানা অভিজ্ঞাতিক মাপকাঠিতে ১০টি সরকারি ও ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। তা হলে, প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নতুন বিশ্বমানের পরিকাঠামো ব্যবহার করে নিজদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তালিকায় স্থান করে নেবে বলে আমার বিশ্বাস। এই দূর্বৃত্তি নিয়ে গান্ধীনগরে আমরা ৪০০ একর জমির ওপর ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন আইআইটি চালু করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মাননীয় সুধীর জৈন এবং তাঁর টিম এবং আমাদের নবীন বন্ধুরা মিলে

(Release ID: 1506269) Visitor Counter : 2

Background release reference

আপনারা সকলেই আইআইটি-য়ান

